আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় পরিষদ

# রমজান মাস সমাপ্তি উপলক্ষ্যে বাণী
# ঈদ-উল-ফিতর ১৪৩৩ হিজরী/ ২০১২ খ্রীষ্টাব্দ

## ন্যায্যতা ও শান্তির বিষয়ে যুব খ্রীষ্টান ও মুসলিমদের শিক্ষাদান

*ভাতিকান শহর*

প্রিয় মুসলিম বন্ধুগণ,

১. রমজান মাসের সমাপ্তিতে ইদ-উল-ফিতর উদ্‌যাপন আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় পরিষদকে সুযোগ করে দিয়েছে যেন আমরা আপনাদেরকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানানোর আনন্দ পেতে পারি ।

এই বিশেষ সময়ের জন্য আমরা আপনাদের সঙ্গে উল্লাস করি যা উপবাস ও অন্যান্য ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আপনাদের আনুগত্যকে আরো গভীর করার সুযোগ দান করে । এই মূল্যবোধ আমাদের কাছেও সমানভাবে প্রিয় ।

এই কারণে, এ বছর, ন্যায্যতা ও শান্তির বিষয়ে যুব খ্রীষ্টান ও মুসলিমদের শিক্ষাদানের উপর আমাদের অভিন্ন ভাবনাচিন্তা নিবদ্ধ করা সময়োচিত বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে, যা সত্য ও স্বাধীনতা থেকে অবিচ্ছেদ্য ।

২. শিক্ষাদানের কাজ সমগ্র সমাজের উপর ন্যাস্ত থাকলেও আপনারা জানেন যে, এটা প্রথমত: ও প্রধানত এবং বিশেষভাবে পিতামাতার কাজ, তাদের সঙ্গে পরিবার, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়েরও কাজ । ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন আর যোগাযোগ জগতের জন্য যারা দায়বদ্ধ তাদের কথা ভুললেও চলবেনা ।

এটা এমন এক প্রচেষ্টা যা সুন্দর আবার কষ্টসাধ্য ঃ সৃষ্টিকর্তা যে সম্পদে ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতীদেরকে আবৃত করেছেন তার আবিষ্কার ও উন্নয়নে এবং দায়িত্বশীল মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে তাদেরকে সাহায্য করা । শিক্ষাদাতাদের কাজের প্রতি নির্দেশ করে পুণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট সম্প্রতি জোড় দিয়ে বলেছেন: “এ কারণে, অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানকালে বেশী প্রয়োজন অকৃত্রিম সাক্ষ্যদাতাদের, নিছক সেইসব ব্যক্তি নয় যারা নিয়ম-নীতি আর ঘটনা বিলি-বন্টন করেন...একজন সাক্ষ্যবহনকারী হলেন সেই সেই ব্যক্তি যিনি অন্যের কাছে কোন জীবন প্রস্তাব করার আগে নিজে সেই জীবন যাপন করেন” (“বিশ্ব শান্তি দিবসের বাণী” “২০১২ খ্রীষ্টাব্দ) । তদুপরি, আসুন আমরা আরো স্মরণে রাখি যে যুবক-যুবতীরা নিজেরাও তাদের নিজেদের শিক্ষা এবং ন্যায্যতা ও শান্তি র বিষয়ে গঠনলাভের জন্য দায়বদ্ধ ।

৩. মানব ব্যক্তিকে সম্পূর্ণতায় বিবেচনা করে তার পরিচিতির দ্বারা ন্যায্যতা প্রথমত র্নিধারিত হয় । একে এর বিনিময় বা বিতরণমূলক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমিত করে আনা যায় না । আমাদেরকে অবশ্যই ভুললে চলবে না যে, সহমর্মীতা ও ভ্রাতৃপ্রতীম ভালবাসা ছাড়া জনকল্যাণ অর্জন সম্ভব নয়! বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্বে যাপিত খাঁটি ন্যায্যতা অন্যান্য সব সম্পর্ককে গভীরতা দান করেঃ নিজের সঙ্গে, অপরের সঙ্গে এবং সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে । তদুপরি, তারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, সকল মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এবং এক অভিন্ন পরিবার হয়ে উঠতে আহুত- এই বিষয়ের মধ্যেই ন্যায্যতার উৎস নিহিত । যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং অতিপ্রাকৃতের প্রতি উন্মুক্ততাসহ বিষয়াদির প্রতি এমন দৃষ্টিভঙ্গী সকল শুভবোধসম্পন্ন নরনারীকে উদ্দীপ্ত করে এবং অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে ঐকতান গড়ে তুলতে আহ্বান জানায় ।

৪. আমাদের এই যন্ত্রণাপীড়িত জগতে যুবসমাজকে শান্তির বিষয়ে শিক্ষাদান ক্রমবর্ধমানভাবে জরুরী হয়ে উঠেছে। যথাযথরূপে আমাদের নিজেদেরকে একাজে জড়িত করতে গেলে শান্তির প্রকৃত স্বরূপ অবশ্যই বুঝে নিতে হবে ঃ অর্থাৎ এটা কেবলমাত্র যুদ্ধের অনুপস্থিতি অথবা দু'টো পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে ভারসম্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটা একই সময়ে ঈশ্বরের একটি দান এবং মানুষের প্রচেষ্টা, বিরামহীনভাবে যার পশ্চাত-অনুসরণ করে যেতে হবে। এটা হলো ন্যায্যতার একটি ফলাফল ও ভালবাসার প্রভাব। বিশ্বাসীবর্গ যে ধর্মীয়সমাজের অন্তর্ভূক্ত সেখানে তাদের সর্বদা সক্রিয় থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ; সহৃদয়তা, সহমর্মীতা, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব চর্চার মাধ্যমে তারা বর্তমান সময়ের কঠিন চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরীভাবে মোকাবেলায় অবদান রাখতে পারবে ঃ সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি, সমন্বিত উন্নয়ন, দ্বন্ধের প্রতিকার ও সমাধান হলো তেমনই কয়েকটি বিষয়।

৫. পরিশেষে, যে সব যুব মুসলিম ও খ্রীষ্টান এই বাণী পাঠ করছেন তাদেরকে সত্য ও স্বাধীনতার চর্চায় অনুপ্রাণিত করতে চাই যেন তারা ন্যায্যতা ও শান্তির অকৃত্রিম অগ্রদূত হয়ে উঠতে পারেন এবং এমন এক সভ্যতার নির্মাতা হতে পারেন যা প্রতিটি নাগরিকের মর্যাদা ও অধিবারকে সম্মান করে। এই আদর্শগুলোকে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা রাখতে আমরা তাদের আমন্ত্রণ জানাই। সন্দেহজনক সমঝোতা, প্রতারণাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত পথ অথবা এমন কোন মাধ্যম তারা যেন কখনো অবলম্বন না করেন যা মানব ব্যক্তির প্রতি সামান্যই সম্মান দেখায়। এই জরুরী প্রয়োজনসমূহের প্রতি অকপট প্রত্যয়ী নর-নারীই সেই সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে, যেখানে ন্যায্যতা ও শান্তি মূর্ত হয়ে উঠবে।

ঈশ্বর সেই সব মানবহৃদয়, পরিবার ও সমাজকে প্রশান্তি ও আশায় ভরিয়ে তুলুন যারা "শান্তির হাতিয়ার" হওয়ার প্রত্যাশা অন্তরে লালন করেন।

সবাইকে এই আনন্দময় উৎসবের শুভেচ্ছা জানাই!

কার্ডিনাল জন-লুইস-তুরান
*প্রেসিডেন্ট*

আর্চবিশপ পিয়ের লুইজি চেলাতা
*সেক্রেটারী*

*ভাতিকান থেকে, আগষ্ট ৩, ২০১২*

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় পরিষদ
০০১২০ ভাতিকান শহর

Telephone: 0039-06-6988 4321 / 06-6988 3648
Facsimile: 0039-06-6988 4494
Email: dialogo@interrel.va
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_en.htm